# বাংলাদেশে গণতন্ত্র স্থিতিশীল ও উন্নত করার লক্ষ্যে দু'টি প্রস্তাব

নজরুল ইসলাম
প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতার প্রায় চল্লিশ বছর পর বাংলাদেশে গণতন্ত্র এখনও অস্থিতিশীল। সংসদ বহুলাংশে অকার্যকর। বিভিন্ন মহল থেকে প্রায়ই ১/১১-র পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ পরিস্থিতির অবসান হওয়া প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র স্থিতিশীল করার মানসে, এই আলোচনায় নিম্নরূপ দু'টি প্রস্তাব উত্থাপন করা হলোঃ

(ক) সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে চার বছরে হ্রাস, ও

(খ) বর্তমান "সংখ্যাগরিষ্ঠের একক বিজয়"-র স্থলে "আনুপাতিক হারে" আসন বন্টনের পদ্ধতির প্রবর্তন।

নিম্নে এই দুই প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষের মূল যুক্তিসমূহ উল্লিখিত হলো।

সরকারের মেয়াদ হ্রাসের পক্ষে যুক্তি সমূহঃ

১) মধ্যবর্তী (অথবা, অন্তর্বর্তী) নির্বাচনের দাবীর যুক্তির শক্তি হ্রাস; ফলে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবীতে লাগাতর হরতাল ও অন্যান্য অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও আবেদন হ্রাস।

২) সংসদের প্রতি বিরোধী দলের মনোযোগের প্রত্যাবর্তন।

৩) সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি।

৪) সরকারী দল কর্তৃক দ্রুত ভাল কাজ সম্পাদনের আগ্রহ বৃদ্ধি।

৫) বিরোধী দল কর্তৃক গঠনমূলক কর্মসূচী তুলে ধরার চাপ বৃদ্ধি।

৬) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জনগণের গুরুত্ব বৃদ্ধি।

সরকারের মেয়াদ হ্রাসের বিপক্ষে যুক্তি সমূহঃ

১) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করবে?

২) ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন ডেকে এনে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে?

৩) বৃটিশ মডেল হতে সরে আসা ও সেহেতু অনভ্যস্ততার সমস্যার সৃষ্টি হবে?

উপসংহারঃ

সামগ্রীক বিচারে সরকারের মেয়াদ হ্রাস বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য কল্যাণকর হওয়ারই সম্ভাবনা। লক্ষ্যণীয় যে, মেয়াদ হ্রাসের এই প্রস্তাব বর্তমান সরকারের জন্য প্রযোজ্য নয়, কারণ এই সরকার পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। সরকার ও বিরোধীদল, উভয়ে সম্মত হলে আগামী নির্বাচনের আগেই মেয়াদ হ্রাস সম্বলিত সাংবিধানিক সংশোধনী পাশ করা যায়, যাতে পরবর্তী সরকার চার বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হতে পারে।

আনুপাতিক হারে আসন বন্টনের পক্ষে যুক্তি সমূহঃ

১) ভোটের অনুপাতের সাথে আসনের অনুপাতের সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ; নির্বাচনের ফলাফলের স্থিতিশীলতা ও আপেক্ষিক নিশ্চিতি; প্রতিদন্দ্বী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বাধ্যতামূলক সহাবস্থান, এমনকি হয়তো সহযোগীতার সৃষ্টি।

২) নির্বাচনের ফলাফল অবৈধভাবে প্রভাবিত করার বাস্তব সুযোগের হ্রাস ও ফলে এরূপ প্রভাবিত করার প্রণোদনারও হ্রাস; স্থানীয় ভোট ফলাফলের সাথে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের হার-জিতের গাঁটছড়ার অবসান ও ফলে এ নিয়ে উত্তেজনার প্রশমনের সম্ভাবনা; মস্তানদের ভূমিকা হ্রাস; নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ নিয়ে অনৈতিক ও অবৈধ কাজের আবেদন হ্রাস।

৩) নির্বাচনী প্রচারাভিযানের মানের উন্নতি; জাতীয় ইস্যু থেকে স্থানীয় ইস্যুর প্রতি মনোযোগের অবতরণের পরিবর্তে স্থানীয় ইস্যু থেকে জাতীয় ইস্যুর প্রতি মনোযোগের উত্তরণ; (প্রাক) নির্বাচনী জোট বাধার প্রয়োজনীয়তার অবসান, ফলে রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক বন্ধনহীনভাবে নিজ নিজ প্রকৃত পরিচয় ও মতামত প্রকাশের সুযোগ বৃদ্ধি।

৪) নির্বাচনী প্রার্থীর মানের উন্নতি; জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে যেসব ব্যক্তি আলোচনা, বিশ্লেষণ, ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো মেধা ও যোগ্যতা রাখেন, রাজনৈতিক দলসমূহের প্রার্থী হিসেবে তাদের মনোয়ন প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি; স্থানীয় মস্তানদের মনোনয়ন দানের জন্য চাপের হ্রাস; বর্তমানের "Bad money drives out good money" পরিস্থিতির অবসান। সংসদে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটার সম্ভাবনা।

৫) রাজনৈতিক দলসমূহের শক্তিবৃদ্ধি; মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে স্থানীয় মস্তানদের প্রভাব হ্রাস; পার্টি-তালিকার পেছনে গোটা দলকে সমবেত করার প্রয়োজনীয়তার তাগিতে সমনোনয়ন দানের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও ন্যায্য হওয়ার সম্ভাবনা; নিয়মিত ভিত্তিত দলের সম্মেলন অনুষ্ঠান; দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনা;

৬) সাংসদ ও স্থানীয় সরকারসমূহের মধ্যে বিরোধের লাঘব, এবং স্থানীয় সরকারের সচ্ছন্দে কাজ করার ও বিকশিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি।

৭) ক্ষুদ্র-বৃহত নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ মূলক (level playing field) পরিস্থিতির সৃষ্টির ফলে সংসদে ক্ষুদ্র দল ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব লাভের সুযোগ বৃদ্ধি; "অপচিত ভোট"-র সমস্যার অবসান; সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি; সংসদ বহির্ভূত উপায়ে রাজনৈতিক অধিকার লাভের ক্ষতিকর প্রচেষ্টা হ্রাস।

৮) যেহেতু আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অধিকতর ন্যায্য, সেহেতু শান্তিপূর্ণ, গ্রহণযোগ্য, যুক্তিসংগত, ও স্থিতিশীল।

আনুপাতিক হারে আসন বন্টনের বিপক্ষে যুক্তি সমূহঃ

১) ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার সমস্যা? (এই সমস্যা লাঘবের বিভিন্ন উপায় রয়েছে।)

২) ক্ষুদ্র দলসমূহের বেশী ক্ষমতা; কেবলই কোয়ালিশন (জোট) সরকার; ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন; শক্তিশালী সরকার গঠনে বাধা?

৩) অধিকতর মনোনয়ন বাণিজ্য?

উপসংহার

সব মিলিয়ে "সংখ্যাগরিষ্ঠের একক বিজয়" পদ্ধতির বদলে "আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব" পদ্ধতির প্রবর্তন বাংলাদেশে গণতন্ত্র স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। নির্বাচন পদ্ধতির এই পরিবর্তন আনায়নের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের মতৈক্য প্রয়োজন। বড় রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ ও বি-এন-পি, উভয়েই বিভিন্ন সময় "সংখ্যাগরিষ্ঠের একক বিজয়" পদ্ধতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সে কারণে এই উভয় দলের মধ্য থেকেই মাঝে মধ্যে "আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব" পদ্ধতির পক্ষে মত প্রকাশিত হচ্ছে। আনুপাতিক পদ্ধতির বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলসমূহের উতসাহিত হওয়ার কথা। কাজেই "আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব" পদ্ধতির পক্ষে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে মতৈক্য সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে হয়। এ ধরণের নাগরিক আলোচনা এই পরিবর্তন আনায়নকে সুগম করতে পারে।

ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

যে কোন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার উপরিকাঠামো গড়ে উঠে। সেই ধারায় প্রচলিত গণতন্ত্র বিকশিত পুঁজিবাদের উপরিকাঠামো হিসেবে কয়েক শতাব্দীর প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে। অবিকশিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিয়ে যখন উন্নয়নশীল দেশসমূহ গণতন্ত্র চর্চার চেষ্টা করছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বিকশিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাংলাদেশে গণতন্ত্র সফল হতে পারবে না; অথবা বাংলাদেশকে গণতন্ত্র সফল করার জন্য উচ্চ আয়ের স্তরে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এটা ঠিক যে, পৃথিবীর কিছু কিছু দেশ অগণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলাদেশের বিশেষ পরিস্থিতির কারণে এই দেশে অগণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হতে পারবে না। সুতরাং বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের ধারাতেই অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করতের হবে। ভারত অ অন্য কিছু দেশের অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের দেশেও সাফল্যের সাথে গণতন্ত্র চর্চা সম্ভব। সেই পটভূমিতেই বর্তমান আলোচনার অবতারণা।

সাম্প্রতিক নির্বাচন সমূহের ফলাফল

| Year | Awami League (AL) | | BNP | | Jatiyo Party (JP) | | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vote (%) | Seats (No/%) | Vote (%) | Seats (No/%) | Vote (%) | Seats (No/%) | Vote (%) | Seats (No/%) |
| 1979 | 24.55 | 39 (13.0) | 41.16 | 207 (69.0) | | | 34.29 | 54 |
| 1991 | 33.33 | 100 (33.3) | 30.81 | 140 (46.7) | 11.81 | 35 (11.7) | 27.30 | 25 |
| 1996 | 37.44 | 146 (48.7) | 33.61 | 116 (38.7) | 16.23 | 31 (10.3) | 12.72 | 7 |
| 2001 | 40.13 | 62 (20.7) | 47.03 | 216 (72.0) | 7.25 | 14 (4.7) | 5.59 | 8 |
| 2008 | 49.00 | 230 (76.7) | 33.20 | 30 (10.0) | 7.00 | 27 (9.0) | 10.80 | 14 (4.7) |

(ÔmyRb-mykvm‡bi Rb¨ bvMwiKÕ Av‡qvwRZ 07 Rvbyqvwi, 2010 Zvwi‡L AbywôZ ÔmsL¨vbycvwZK cÖwZwbwaZ¡ I msm‡`i †gqv`Õ kxl©K †Mvj‡Uwej Av‡jvPbvq DÌvwcZ cÖe‡Üi mvims‡¶c)